[২০২১] ১০ এস. সি. আর. ১৬১

প্রশান্ত সিং রাজপুত

বনাম

মধ্য প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২০২)

অক্টোবর ০৮, ২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৩৯ – হত্যা মামলায় পূর্বজানিত জামিন – এফআইআর এবং ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এর অধীনে প্রদত্ত বয়ানসমূহে দুই উত্তরদাতার অপরাধে নির্দিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ ছিল – উচ্চ আদালত উক্ত দুই উত্তরদাতাকে পূর্বজানিত জামিন প্রদান করে – সেই আদেশের বিরুদ্ধে বিরোধিতা – রায়: জামিন মঞ্জুর করার আদেশে অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী উপেক্ষা করা হয়েছে – অতএব, উচ্চ আদালত কর্তৃক মঞ্জুরকৃত পূর্বজানিত জামিন বাতিল করার জন্য যথেষ্ট কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জামিন: জামিন মঞ্জুর করার আদেশের বিরুদ্ধে বিরোধিতা এবং মঞ্জুরকৃত জামিন বাতিলের আবেদন – আদালতের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য – আপিল আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগে যে সকল বিষয় বিবেচ্য তা মহিপাল মামলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

আদেশঃ ১. এই পর্যায়ে উপকরণসমূহকে কোনো ফৌজদারি বিচারের মতো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, তা হলো পূর্বজানিত জামিন মঞ্জুর করার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড একক বিচারক সঠিকভাবে রূপায়ণ ও প্রয়োগ করেছেন কি না।

২) বর্তমান ঘটনাটির ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর বক্তব্য এফআইআর, দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এর অধীনে তার নিজস্ব বয়ান এবং অন্য দুই প্রত্যক্ষদর্শীর ধারা ১৬৪ এর অধীনে বয়ান দ্বারা সমর্থিত। অন্যদিকে, উত্তরদাতারা সহ-অভিযুক্তের দায়েরকৃত পাল্টা এফআইআরের ওপর নির্ভর করছেন, যেখানে বলা হয়েছে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং সহ-অভিযুক্ত আত্মরক্ষার্থে মৃত ব্যক্তিকে গুলি করে। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (জেএমএফসি)-এর আদেশে আবেদনকারীর তরফ থেকে দায়েরকৃত এফআইআরের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তার ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রথম প্রতিবেদনে সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এক প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলা গঠনের বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে।

৮ মার্চ ২০২১ তারিখের পরিপূরক অভিযোগপত্র (চালান) তদন্তের সময়কালীন পর্যায়ে এফআইআরে সহ-অভিযুক্তের পক্ষ থেকে বর্ণিত ঘটনাবলির তুলনায় অধিক উপাদান উদ্‌ভূত হয়েছে তা নির্দেশ করে। অতএব, শুধুমাত্র পাল্টা এফআইআরের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীর বর্ণিত মামলাটিকে উপেক্ষা করা যেত না।

৩) উচ্চ আদালত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে দণ্ডবিধির ধারা ১৭৩ অনুযায়ী দাখিলকৃত প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে রায় দেয় যে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময় উত্তরদাতারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তবে, উচ্চ আদালত তদন্ত চলাকালে যে সুস্পষ্ট ত্রুটিসমূহ দেখা গেছে এবং যা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (জেএমএফসি)-এর আদেশ এবং ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখের বিচার আদালতের আদেশে তুলে ধরা হয়েছে, তা বিবেচনায় নেয়নি। এই ত্রুটিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: (i) প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানসমূহ আমলে না নেওয়া; (ii) ঘটনাটি সংঘটনের পরবর্তী সময়ের সিসিটিভি ফুটেজের উপর নির্ভর করে, পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক ফুটেজ উপেক্ষা করা; (iii) জবলপুর থেকে অপরাধস্থল পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ না করা; (iv) কল ডিটেইল নথিভুক্ত (সিডিআর)-এর উপর নির্ভর করা হলেও সংশ্লিষ্ট নম্বরটি উত্তরদাতারা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা নির্ধারণ না করা; এবং (v) কোনো আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) বিশ্লেষণ না করা। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের আদেশে, জেএমএফসি তদন্তে এই ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করেন এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে পরিপূরক অভিযোগপত্র দাখিলের পর, জেএমএফসি ১০ মার্চ ২০২১ তারিখের আদেশে উল্লেখ করেন যে এই অভিযোগপত্র কেবল সহ-অভিযুক্তদের সম্পর্কেই ছিল এবং উত্তরদাতাদের ভূমিকা এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তদন্তে এই সুস্পষ্ট ঘাটতিগুলো বিচার আদালতের সেই আদেশে ত্রুটি নির্দেশ করে যেখানে উত্তরদাতাদের পূর্বজানিত জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু একক বিচারক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপেক্ষা করেছেন।

৪) উত্তরদাতাদের পক্ষে আরও যুক্তি প্রদান করা হয় যে, যদিও আবেদনকারীর ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৬৪-এর অধীন বয়ানে বলা হয়েছে যে উত্তরদাতারাও তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল, তবে এফআইআরে এবং দণ্ডবিধির ধারা ১৬১-এর অধীনে তার বয়ানে কেবল বলা হয়েছে যে তাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। বিচার এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং ধারা ১৬৪-এর অধীনে আবেদনকারীর বক্তব্যের সত্যতা সেখানেই নির্ধারিত হবে।

তবে, বর্তমান পর্যায়ে, এফআইআর এবং আবেদনকারীর ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ ও ১৬৪-এর অধীনে প্রদত্ত উভয় বয়ানেই এ বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে যে, উত্তরদাতা বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিল। আবেদনকারীর শরীরে সৃষ্ট আঘাতের প্রকৃতি সম্পর্কেও একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে, তবে এটি বিচারপর্বে, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের পর নির্ধারিত হবে।

৫) আদালতের নির্ধারণ করতে হবে যে, বর্তমান পর্যায়ে বিদ্যমান উপকরণগুলোর ভিত্তিতে উচ্চ আদালত পূর্বজানিত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করতে যথাযথ নীতি প্রয়োগ করেছে কি না। এই অপরাধটি একটি গুরুতর প্রকৃতির, যেখানে ভুক্তভোগীকে হত্যা করা হয়েছে। এফআইআর এবং দণ্ডবিধির ধারা ১৬১ ও ১৬৪-এর অধীনে বয়ানসমূহে অপরাধে উত্তরদাতাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্দেশিত হয়েছে। পূর্বজানিত জামিন মঞ্জুর করার আদেশে অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা নির্দিষ্ট অভিযোগসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী উপেক্ষা করা হয়েছে। অতএব, উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বজানিত জামিন বাতিল করার জন্য একটি যথেষ্ট ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহিপাল বনাম রাজেশ কুমার (২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮: [২০১৯] ১৪ এস. সি. আর ৫২৯; ডঃ নরেশ কুমার মঙ্গলা বনাম অনিতা আগরওয়াল এবং অন্যান্যরা ২০২০ এসসিসি অনলাইন এসসি ১০৩১-নির্ভর করেছিল।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

[২০১৯] ১৪ এস সি আর ৫২৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫ (v)

ফৌজদারি আপিল এক্তিয়ারঃ ফৌজদারি আপিল নং ১২০২ এর ২০২১।

মধ্যপ্রদেশ উচ্চ আদালতের জবলপুর বেঞ্চের এমসিআরসি নং ৩১৮৩৫ এর ২০২১ মামলায় ০১.০৭.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে।

সহঃ

ফৌজদারি আপিল নং ১২০৩ এর ২০২১।

উদয় গুপ্ত, শিবানি এম. লাল, সৌরভ সিংহ, এম. কে. ত্রিপাঠী, হরিশ দাসান, রাজীব রঞ্জন, হিরেন দাসান, অভিনব শ্রীবাস্তব, সানি চৌধুরি – আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ।

আর. সি. মিশ্র (প্রবীণ আইনজীবী), এস. কে. গাঙ্গেলে, প্রিয়া শর্মা, প্রতিভি রাজ চৌহান, সুশ্রী ঋতু গাঙ্গেলে, রুদ্র কুমার দে, অরূপ ব্যানার্জী, অনন্যা মিশ্র, ইলিন সরস্বত, মহেন্দ্র কুমার, সন্তোষ কুমার পাণ্ডে — প্রতিপক্ষদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় বিচারপতিঃ

<u>সূচিপত্র</u>

ক. আপিল

খ. ঘটনা

গ. উপস্থাপনাগুলি

ঘ. বিশ্লেষণ

ঙ. উপসংহার

ক. আপিল

১) এই আপিলসমূহ উদ্‌ভূত হয়েছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জবলপুর বেঞ্চের উচ্চ আদালতের একক বিচারকের ১ জুলাই ২০২১ ও ৩১ মে ২০২১ তারিখের রায় থেকে, যার মাধ্যমে তিনি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৪৩৮ অনুসারে উভয় আপিলে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষদের দায়েরকৃত পূর্বজানিত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন, যা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জবলপুর জেলার মঝোলি থানায় নিবন্ধিত একটি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩০২ ও ৩২৩ সহপাঠে ধারা ৩৪-এর অধীন শাস্তিযোগ্য।

২) এই অপরাধটি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আপিলকারী কর্তৃক দায়েরকৃত একটি দেহাতিনালসি/এফআইআরের ভিত্তিতে নিবন্ধিত হয়। এফআইআরে অভিযোগ করা হয় যে, আপিলকারী মৃত বিকাশ সিংহ (যিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন) ও আরও দুই ব্যক্তি (রাজকিশোর রাজপুত এবং ধর্মেন্দ্র প্যাটেল)-এর সাথে নেগাই তিরাহায় অবস্থান করছিলেন। অভিযোগে বলা হয় যে, চার অভিযুক্ত ব্যক্তি — উজিয়ার সিংহ, তাঁর দুই পুত্র চন্দ্রভান সিংহ ও সূর্যভান সিংহ (সহযোগী আপিলের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) এবং তাঁর চালক যোগেন্দ্র সিংহ (প্রধান আপিলের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ) — একটি জিপে করে আসে। অতঃপর, পূর্বের শত্রুতার কারণে উজিয়ার সিংহ ও চন্দ্রভান সিংহ বিকাশ সিংহকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, আর যোগেন্দ্র সিংহ তাকে ধরে রাখে, ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অপরদিকে, সূর্যভান সিংহ আপিলকারীর মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে তিনি আহত হন। বিকাশ সিংহকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়, এবং তারপরই আপিলকারী এফআইআর নিবন্ধন করেন।

৩) সূর্যভান সিংহ এবং যোগেন্দ্র সিংহ সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে নিজেদের গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৪৩৮ অনুসারে পূর্বজানিত জামিনের আবেদন করেন। যোগেন্দ্র সিংহের পূর্বজানিত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করার সময়, উচ্চ আদালত লক্ষ্য করে যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩-এর অধীনে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তদন্তে প্রকাশ পায়নি যে তিনি অপরাধ সংঘটনের স্থানে উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ আদালত মন্তব্য করে যে, এই পর্যায়ে উক্ত প্রতিবেদনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। এছাড়াও, আদালত বিবেচনা করে যে, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও মৃত বিকাশ সিংহকে গুলি করার বা উজিয়ার সিংহ/চন্দ্রভান সিংহকে গুলি চালাতে প্ররোচিত করার কোনো অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নেই। সুতরাং, উচ্চ আদালত পূর্বজানিত জামিনের জন্য তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করে:

"সুতরাং, মামলার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো এবং নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যদি আবেদনকারী আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৫০,০০০/- (রুপি পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকার জামিননামা ও একই পরিমাণ অর্থের একটি জামিনদারের মাধ্যমে জামিনে মুক্তি পাবেন, যাতে তিনি বিচার চলাকালীন নিয়মিত আদালতে উপস্থিত থাকেন।

এই আদেশটি নিম্নলিখিত শর্তাবলীর পরিপালনের সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে:

১. আবেদনকারী তাঁর দ্বারা সম্পাদিত জামিননামার সকল শর্তাবলী পালন করবেন;

২. আবেদনকারী তদন্ত/বিচারে যথাযথ সহযোগিতা করবেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী;

৩. আবেদনকারী মামলার বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিকে প্রলোভন, ভয়ভীতি বা প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আদালত বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সত্য ঘটনা প্রকাশে নিরুৎসাহিত করবেন না;

৪. আবেদনকারী এমন কোনো অপরাধে লিপ্ত হবেন না, যা বর্তমান অভিযুক্ত অপরাধের অনুরূপ।"

৫) আবেদনকারী বিচার চলাকালীন অপ্রয়োজনীয় মুলতবি চাইবেন না; এবং

৬) আবেদনকারী বিচারিক আদালত/তদন্তকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত ভারত ত্যাগ করবেন না, পরিস্থিতি অনুযায়ী।"

একইভাবে, সূর্যভান সিংহ কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বজানিত জামিনের আবেদন বিবেচনার সময়, উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩-এর অধীনে তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, বরং অভিযুক্তদের মোবাইল নম্বরের টাওয়ার লোকেশন ও সিসিটিভি ফুটেজ এবং সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে জবলপুরে ছিলেন। উচ্চ আদালত রায় দেয় যে সূর্যভান সিংহের বিরুদ্ধে 'একমাত্র' অভিযোগ হলো, তিনি আপিলকারীকে আঘাত করেন, তবে সেটি কেবলমাত্র একটি সরল আঘাতের কারণ হয়। ফলে, উচ্চ আদালত তাঁর পূর্বজানিত জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নলিখিত মন্তব্য করে:

"৮... সুতরাং, মামলার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো এবং নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যদি আবেদনকারী আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৫০,০০০/- (রুপি পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকার জামিননামা ও একই পরিমাণ অর্থের একটি জামিনদারের মাধ্যমে জামিনে মুক্তি পাবেন, যাতে তিনি বিচার চলাকালীন নিয়মিত আদালতে উপস্থিত থাকেন।

৯) এই আদেশটি নিম্নলিখিত শর্তাবলীর পরিপালনের সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে:

১) আবেদনকারী তাঁর দ্বারা সম্পাদিত জামিননামার সকল শর্তাবলী পালন করবেন;

২) আবেদনকারী তদন্ত/বিচারে যথাযথ সহযোগিতা করবেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী;

৩) আবেদনকারী মামলার বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিকে প্রলোভন, ভয়ভীতি বা প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আদালত বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সত্য ঘটনা প্রকাশে নিরুৎসাহিত করবেন না;

৪) আবেদনকারী এমন কোনো অপরাধে লিপ্ত হবেন না, যা বর্তমান অভিযুক্ত অপরাধের অনুরূপ;

৫) আবেদনকারী বিচার চলাকালীন অপ্রয়োজনীয় মুলতবি চাইবেন না; এবং

৬) আবেদনকারী বিচারিক আদালত/তদন্তকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত ভারত ত্যাগ করবেন না, পরিস্থিতি অনুযায়ী।"

খ. তথ্য

৪) মৃত বিকাশ সিংহ ও অভিযুক্তদের মধ্যে এই বিরোধের সূচনা হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখের অভিযোগের মাধ্যমে, যা মৃত বিকাশ সিংহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করেছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে উজিয়ার সিংহ ও সূর্যভান সিংহের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগে তিনি অভিযোগ করেন যে অভিযুক্তরা তাঁকে এবং তাঁর কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের হুমকি দিচ্ছিলেন, কারণ তারা ওই এলাকার বাসিন্দা নন এবং তারা জমি ইজারা নিয়ে চাষ করছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে অভিযুক্তরা গাড়িতে করে তাঁর পিছু নিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিয়েছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে অভিযুক্তরা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেই বালি বহনের জন্য মৃত বিকাশ সিংহের চাষের জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেন, যা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে তিনি এবং গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগেও অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কিন্তু পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

৫) এরপর, ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে জোগেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগে বিকাশ সিংহ অভিযোগ করেন যে, তিনি জোগেন্দ্র সিংহকে পুলিশের দ্বারা জব্দ করা অবৈধভাবে খনন করা বালি চুরি করতে দেখেন, যার ফলে জোগেন্দ্র সিংহ তাঁর জীবননাশের হুমকি দেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জবলপুর জেলার পনগর থানায় জোগেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯-এর অধীনে একটি অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়। মৃত বিকাশ সিংহ ৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে আরেকটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে জোগেন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাইয়ের দ্বারা তাঁর প্রাণ হানির আশঙ্কা রয়েছে, যাঁরা পূর্বোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধ নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই তাঁকে হুমকি দিয়ে আসছেন।

৬) অপরদিকে, জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহের মতে, বিকাশ সিংহ কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগগুলো মূলত প্রতিহিংসাবশত দায়েরকৃত পাল্টা অভিযোগ, যা উজিয়ার সিংহ কর্তৃক ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে দায়ের করা একটি অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দায়ের করা হয়। উজিয়ার সিংহ তাঁর অভিযোগে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মৃত বিকাশ সিংহই বালির অবৈধ ব্যবসার প্রধান এবং তিনিই মৃত বিকাশ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। উপরন্তু, তাঁরা আরও দাবি করেন যে মৃত বিকাশ সিংহের পরিবারের সদস্যদের অপরাধমূলক অতীত রয়েছে, কারণ:

(১) মৃত বিকাশ সিংহের পিতা, মাদকদ্রব্য ও মানসিক উত্তেজক পদার্থ সম্পর্কিত আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ৮ পঠিত ধারা ২০(খ)(ii)(গ) এবং অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর ধারা ২৫(১)(১খ)(ক)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যথাক্রমে ২০ বছর এবং ৩ বছর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাভোগ করছেন; এবং (ii) মৃত বিকাশ সিংহের দাদা একটি ডাকাতিসহ হত্যার মামলায় অভিযুক্তদের একজন ছিলেন।

৭) বর্তমান মামলার প্রসঙ্গে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ দুপুর আনুমানিক ১২টা ৪৫ মিনিটে মৃত বিকাশ সিংহ, আবেদনকারী এবং আরও দুই ব্যক্তি নেগাই তিরাহার নিকটে অবস্থান করছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি জিপে করে সেখানে উপস্থিত হন, যা জোগেন্দ্র সিংহ চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। জিপটি পার্ক করার পর, অভিযোগ অনুযায়ী, উজিয়ার সিংহ একটি চেয়ারে বসেন এবং তাঁর দুই পুত্র (চন্দ্রভান সিংহ ও সূর্যভান সিংহ) তাঁর পাশে দাঁড়ান। পূর্বের শত্রুতার কারণে উজিয়ার সিংহ বিকাশ সিংহকে তাঁর পেটে গুলি করেন বলে অভিযোগ। বিকাশ সিংহ পালানোর চেষ্টা করলে, জোগেন্দ্র সিংহ তাঁকে ধরে ফেলেন। এরপর চন্দ্রভান সিংহ উজিয়ার সিংহের কাছ থেকে বন্দুকটি নিয়ে তাঁর মাথায় গুলি করেন বলে অভিযোগ করা হয়, এবং সূর্যভান সিংহ বন্দুকের কুণ্ড দিয়ে আবেদনকারীর মাথায় আঘাত করেন। এরপর অভিযুক্ত চারজন তাঁদের জিপে করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে অভিযোগ, এবং আবেদনকারী ও অপর দুই ব্যক্তি বিকাশ সিংহকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আবেদনকারীর ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ অনুযায়ী বিবৃতি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পুলিশ নথিভুক্ত করে। পরবর্তীতে, আবেদনকারী ও অন্যান্য কথিত প্রত্যক্ষদর্শীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী বিবৃতি ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়।

৮) একই ঘটনার প্রেক্ষিতে, উজিয়ার সিংহ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের জবলপুর জেলার মাজহোলি থানায় মৃত বিকাশ সিংহ ও আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ২৯৪, ৫০৬, ৩২৩, ৩২৪ ও ৩৪ অনুযায়ী একটি অপরাধ নথিভুক্ত করেন। ঐ পাল্টা এফআইআরে তিনি অভিযোগ করেন যে, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ১টার মধ্যে উক্ত ঘটনা ঘটে। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি যখন তাঁর ড্রাইভার বাবলু দ্বারা চালিত গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি নেগাই তিরাহার নিকটে মৃত বিকাশ সিংহ ও আবেদনকারীর মুখোমুখি হন। সেখানে মৃত বিকাশ সিংহ নাকি তাঁর ভিডিও নথিভুক্ত করতে শুরু করেন এবং তাঁকে বালির মাফিয়া বলে গালাগাল দিতে থাকেন। তিনি তাঁকে থামাতে বললে, আবেদনকারী একটি লাঠি দিয়ে তাঁর কানের ওপরে মাথার বাম দিকে আঘাত করেন, যার ফলে রক্তপাত শুরু হয়, এবং মৃত বিকাশ সিংহ তাঁকে লাথি ও ঘুষি মারতে থাকেন। তিনি অভিযোগ করেন, তখনই তিনি তাঁর বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র – একটি ০.২২ রাইফেল – দিয়ে বিকাশ সিংহকে গুলি করেন, যা তাঁর পেট ও মাথায় লাগে।

আবেদনকারী নাকি পরে লাঠি দিয়ে উজিয়ার সিংহের হাতে আঘাত করেন, যার ফলে বন্দুকটির কুণ্ড ও নল আলাদা হয়ে যায় এবং তাঁর বাম হাত থেকে রক্তপাত শুরু হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, এরপর তিনি তাঁর ড্রাইভার বাবলুর সাথে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

৯) বর্তমান ঘটনার তদন্ত চলাকালীন, জোগেন্দ্র সিংহ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯ অনুযায়ী বালি চুরির অপরাধে নথিভুক্ত মামলায় আগাম জামিনের আবেদন করেন। ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে উচ্চ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় এবং উল্লেখ করে যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আপত্তিকারী (মৃত বিকাশ সিংহ) হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, যেখানে এফআইআরে জোগেন্দ্র সিংহকে একজন অভিযুক্ত হিসেবে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ আদালত রায়ে বলেন:

"এই মামলা এখন আর শুধুমাত্র বালি চুরির মামলায় আগাম জামিনের সাধারণ মামলা নয়। এই আবেদন চলাকালীন সময়ে আপত্তিকারীকে হত্যা করা হয়েছে, যেখানে আবেদনকারী একজন অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআরে নামাঙ্কিত এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং যখন মৃত ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেন তখন তাকে ধরে রেখেছিলেন।

যাই হোক না কেন, এই আদালত অপরাধ নং ৩২৯/২০২০-এর গুণগত দিক নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছে কারণ এই মামলা এই আদালতের সামনে নেই। তবে, একই সময়ে আদালত এই সত্য উপেক্ষা করতে পারে না যে এই মামলার আপত্তিকারী খুন হয়েছেন এবং মামলা এখন আর শুধুমাত্র বালি চুরির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি আরও গুরুতর রূপ ধারণ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে, অপরাধ নং ৭২০/২০২০-এর ক্ষেত্রে অভিযুক্তের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন হতে পারে এবং সেইজন্য আবেদনটি খারিজ করা হচ্ছে।"

পরবর্তীতে, জোগেন্দ্র সিংহ তাঁর আবেদন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ অনুযায়ী নিয়মিত জামিনের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন, যা উচ্চ আদালতের ৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে নথিভুক্ত করা হয়।

১০) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে, উজিয়ার সিংহ এবং চন্দ্রভান সিংহকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু জোগেন্দ্র সিংহ এবং সূর্যভান সিংহের বিকাশ সিংহের মৃত্যুর ঘটনায় কোনো ভূমিকা ছিল না বলে উল্লেখ করা হয়, কারণ তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে জবলপুরে অবস্থান করছিলেন।

প্রতিবেদনটি নাকি ভিত্তি করেই প্রস্তুত করা হয়েছিল: (i) জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহের মোবাইল ফোনের কল ডেটা নথিভুক্তস, টাওয়ার ম্যাপিং এবং পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক (পি.এস.টি.এন) ডেটা; (ii) সিসিটিভি ফুটেজ; এবং (iii) নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বিবৃতি, যাঁরা তাঁদের জবলপুরে উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন।

১১) আবেদনকারী এবং মৃত বিকাশ সিংহের অন্যান্য পারিবারিক সদস্যরা একটি প্রতিবাদ আবেদনে উপস্থাপন করেন। ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে, বিচারিক হাকিম প্রথম শ্রেণি, সিরোহা একটি পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন নিম্নলিখিত কারণে: (i) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনটি মূলত সিসিটিভি ফুটেজ এবং সাক্ষীদের বিবৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল, যা জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহের জবলপুরে উপস্থিতি প্রমাণ করেছিল, কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানেই তাঁদের উপস্থিতির কথা বলেছিলেন এমন আবেদনকারী এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বিবৃতিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; (ii) পুলিশের সংগ্রহকৃত সিসিটিভি ফুটেজ ছিল দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, অথচ আবেদনকারীর এফআইআর এবং এমনকি উজিয়ার সিংহের এফআইআরে ঘটনাটি দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে এবং দুপুর ১২:৪৫ থেকে ১:০০টার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে; (iii) যে রাস্তা ধরে ঘটনাস্থল থেকে জবলপুর যাওয়া যায়, তার সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ পরীক্ষা করেনি; (iv) উজিয়ার সিংহের বিবৃতি ও তাঁর এফআইআরের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে; (v) জোগেন্দ্র সিংহ যে জিপ চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তার গাড়ি থেকে তাঁর আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হয়নি; এবং (vi) সূর্যভান সিংহের আঙুলের ছাপ উজিয়ার সিংহের বন্দুক থেকে তোলা হয়নি।

১২) এরপর, তদন্তকারী কর্মকর্তা ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেন, যেখানে বিচারিক হাকিমের নির্দেশে পরিচালিত পুনঃতদন্তের ভিত্তিতে উজিয়ার সিংহ এবং চন্দ্রভান সিংহের বিরুদ্ধে বিকাশ সিংহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ উঠে আসে। ফলে, ১০ মার্চ ২০২১ তারিখের আদেশে বিচারিক হাকিম মন্তব্য করেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা শুধুমাত্র উজিয়ার সিংহ এবং চন্দ্রভান সিংহের বিরুদ্ধেই তদন্ত করেছেন এবং সূর্যভান সিংহ ও জোগেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথাযথভাবে বিবেচনা করেননি। তাই তাঁদের দুজনকে সমন পাঠানো হয়।

১৩) এরপর, জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহ আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেন। পৃথক পৃথক আদেশে, ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বিচারিক আদালত তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং উল্লেখ করে যে:

(১) বিচারিক হাকিমের ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তার অবহেলার কথা বলা হয়েছে;

(ii) তদন্তকারী কর্মকর্তা কল ডেটা নথিভুক্ত (সিডিআর)-এর উপর নির্ভর করলেও নিশ্চিত করেননি যে জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহ সেই নম্বরগুলো ব্যবহার করতেন কিনা, নাকি সেগুলো কেবল তাঁদের নামে নিবন্ধিত ছিল; এবং (iii) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীন সাক্ষ্যগুলোতে তাঁদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কেবল মৃত বিকাশ সিংহ ও অভিযুক্তদের মধ্যে পূর্ব বিরোধ থাকার কারণে উপেক্ষা করা যায় না।

১৪) এরপর, জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহ উচ্চ আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন। উচ্চ আদালত যথাক্রমে ১ জুলাই ২০২১ এবং ৩১ মে ২০২১ তারিখে আবেদনগুলো মঞ্জুর করে। এই আদেশগুলোই বর্তমানে এই আদালতের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ।

গ : উপস্থাপনাগুলো

১৫) উচ্চ আদালতের একক বিচারপতির রায়কে বিরোধিতা জানিয়ে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী উদয় গুপ্ত নিম্নলিখিত উপস্থাপনাগুলি তুলে ধরেছেন:

(i) একক বিচারপতি একমাত্র তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত দেন যে, জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং এই পর্যায়ে প্রতিবেদনটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না;

(ii) একক বিচারপতি ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিচারিক হাকিমের আদেশ এবং ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বিচারিক আদালতের পরবর্তী আদেশে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে;

(iii) একক বিচারপতি আবেদনকারী এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের এফআইআর ও বিবৃতিগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, চার অভিযুক্ত একসঙ্গে একটি জিপে এসেছিলেন এবং প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল অপরাধে: (ক) জোগেন্দ্র সিংহ জিপ চালাচ্ছিলেন এবং এরপর তিনি বিকাশ সিংহকে ধরে ফেলেন যখন উজিয়ার সিংহ তাঁকে পেটে গুলি করার পর তিনি পালানোর চেষ্টা করছিলেন, এরপর চন্দ্রভান সিংহ তাঁকে মাথায় গুলি করেন; এবং (খ) সূর্যভান সিংহ আবেদনকারীকে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করেন;

(iv) উচ্চ আদালতের অপর একক বিচারপতি অবৈধ বালু খননের মামলায় জোগেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে মৃত বিকাশ সিংহ কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে করা আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিলেন, কারণ বর্তমান মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি গুরুতর ছিল;

(v) একক বিচারপতি অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা এবং প্রাসঙ্গিক দিকসমূহ উপেক্ষা করেছেন, অতএব এই আদালত মহিপাল বনাম রাজেশ কুমার ("মহিপাল") মামলায় নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে মঞ্জুরকৃত আগাম জামিন বাতিল করা উচিত।

১৬) জোগেন্দ্র সিংহের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এস কে গাঙ্গেলে নিম্নলিখিত উপস্থাপনাগুলি তুলে ধরেছেন:

(i) তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, জোগেন্দ্র সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, বরং তিনি জবলপুরে ছিলেন;

(ii) উজিয়ার সিংহের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এফআইআরে বিকাশ সিংহের মৃত্যুর ঘটনার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, উজিয়ার সিংহ গুলি চালান কারণ মৃত ব্যক্তি ও আবেদনকারী তাঁর জীবননাশের হুমকি দিচ্ছিলেন;

(iii) উজিয়ার সিংহের এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবেদনকারী তাঁর বন্দুক ভেঙে ফেলেন এবং তাঁকে মাথা ও হাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়, উক্ত আঘাতসমূহের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

১৭) সূর্যভান সিংহের পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী আর সি মিশ্র নিম্নলিখিত উপস্থাপনাগুলি করেন:

(i) এফআইআরটি দায়ের করা হয়েছে মৃত বিকাশ সিংহ এবং অভিযুক্তের পরিবারের মধ্যে বিদ্বেষের কারণে, যেখানে মৃত ব্যক্তি একটি বালু মাফিয়া পরিচালনা করতেন, যার বিরুদ্ধে তাঁর পিতা অভিযুক্ত উজিয়ার সিংহ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। মৃত বিকাশ সিংহের বিরুদ্ধে পূর্বে অপরাধমূলক নথিভুক্তও রয়েছে;

(ii) আবেদনকারী যে মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সূর্যভান সিংহের বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাতের কারণে হয়েছে—এই দাবি আঘাতের প্রকৃতির (একটি ঘষা ক্ষত) সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ;

(iii) এফআইআর এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীন আবেদনকারীর বিবৃতিতে কোথাও বলা হয়নি যে সূর্যভান সিংহ তাঁকে গুলি করেছিলেন, বরং তিনি তাঁকে বন্দুক দিয়ে মেরেছিলেন—এই দাবি প্রথমবার এসেছে তাঁর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন বিবৃতিতে।

কোনো খালি কার্তুজ পাওয়া যায়নি এবং কেবল মৃত বিকাশ সিংহের দেহ থেকে গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

১৮) বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অভিনব শ্রীবাস্তব, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত থেকে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আগাম জামিন মঞ্জুরের আদেশ টেকসই নয়, কারণ:

(i) অপরাধটি একটি গুরুতর প্রকৃতির; এবং

(ii) ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জেএমএফসির আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উজিয়ার সিংহ ও চন্দ্রভান সিংহকে গ্রেপ্তার করে বিচারিক হেফাজতে রাখা হয়েছে, কিন্তু জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহ পলাতক রয়েছেন।

১৯) প্রতিপক্ষ পক্ষসমূহের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ এখন আমাদের বিবেচনার বিষয়।

ঘ. বিশ্লেষণ

২০) এফআইআরে জোগেন্দ্র সিংহ ও সূর্যভান সিংহের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে আবেদনকারীর বিবৃতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে:

(i) উজিয়ার সিংহ অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু সেই জমির ওপর দিয়ে নিয়ে যেতেন যেখানে তিনি এবং মৃত বিকাশ সিংহ চাষ করতেন;

(ii) তারা উজিয়ার সিংহকে তা করতে বাধা দিলে, তিনি অপমানিত হয়ে মৃত বিকাশ সিংহের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন;

(iii) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে, মৃত বিকাশ সিংহ ও আবেদনকারী মৃতের গাড়িতে করে নেগাই তিরাহায় যান এবং দুপুর প্রায় ১টার দিকে সেখানে পৌঁছান, যেখানে তারা আরও দুজন ব্যক্তির (রাজকিশোর রাজপুত ও ধর্মেন্দ্র প্যাটেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন;

(iv) অভিযুক্ত চারজন (উজিয়ার সিংহ, চন্দ্রভান সিংহ, সূর্যভান সিংহ ও জোগেন্দ্র সিংহ) একটি জিপে করে আসে, যা জোগেন্দ্র সিংহ চালাচ্ছিলেন;

(v) বিকাশ সিংহ একটি ফোন পেয়ে নেগাই রোডের দিকে এগোতে থাকেন, তখন উজিয়ার সিংহ তাঁকে পেটে গুলি করেন;

(vi) বিকাশ সিংহ পালানোর চেষ্টা করলে, জোগেন্দ্র সিংহ তাঁকে ধরে ফেলেন এবং চন্দ্রভান সিংহ উজিয়ার সিংহের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে তাঁর মাথায় গুলি করেন;

(vii) সূর্যভান সিংহ চন্দ্রভান সিংহের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে আবেদনকারীকে বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করেন;

(viii) তখন নিলেশ গোটিয়া নামক একজন ব্যক্তি তাঁর গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং সবকিছু দেখেন, তারপর আবেদনকারী ও অন্য দুই ব্যক্তি বিকাশ সিংহকে হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখান থেকে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়;

(ix) পরে পুলিশ মেডিকেল কলেজে আসে এবং আবেদনকারী সেখানে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত করেন।

২১) এই পর্যায়ে উপাদানগুলি একটি ফৌজদারি বিচারের মতো অতীব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। যা নির্ধারণ করতে হবে তা হলো, আগাম জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানদণ্ডগুলি একক বিচারকের দ্বারা যথাযথভাবে নির্ধারিত ও প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলি মূলত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীন আবেদনকারীর বিবৃতির মধ্যে কিছু পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে, যেমন: (i) আবেদনকারী ও মৃত ব্যক্তি নেগাই তিরাহায় দুপুর ১টা নয়, বরং প্রায় ১২টা ১৫ মিনিটে পৌঁছেছিলেন; এবং (ii) চন্দ্রভান সিংহ বিকাশ সিংহের মাথায় গুলি করার পর, সূর্যভান সিংহ প্রথমে আবেদনকারীর দিকে গুলি চালান, কিন্তু গুলি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। এরপর সূর্যভান সিংহ বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন, ফলে বন্দুকের হাতল ভেঙে যায় ও ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে।

২২) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রাজকিশোর রাজপুত নামক এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে: (i) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মৃত বিকাশ সিংহ সকাল ৯টার দিকে তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে জানান যে, তাঁকে নেগাই তিরাহায় সাক্ষাৎ করতে হবে; (ii) তিনি ধর্মেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে দুপুর ১২টার দিকে নেগাই তিরাহায় পৌঁছান, তারপর মৃত বিকাশ সিংহ আবেদনকারীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গাড়িতে সেখানে পৌঁছান; এবং (iii) বিকাশ সিংহকে হত্যা করার পর অভিযুক্ত চারজন তাঁদের জিপে করে স্থান ত্যাগ করেন।

২৩) অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী ধর্মেন্দ্র প্যাটেলের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখন নেগাই তিরাহায় পৌঁছান, তখন তিনি রাজকিশোর রাজপুতকে দেখতে পান, যিনি তাঁকে জানান যে মৃত বিকাশ সিংহ সেখানে আসছেন। তা ছাড়া তাঁর বিবৃতি আবেদনকারী ও রাজকিশোর রাজপুতের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ. আগাম জামিন বাতিল

২৪) এই আদালতের দুই সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চের সাম্প্রতিক এক রায়ে, মহীপাল বনাম রাজেশ কুমার মামলায় (উল্লেখিত পূর্বে), এই আদালত এই বিষয়ে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছে, যা একটি জামিন মঞ্জুরকারী আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনার সময় গ্রহণ করতে হয় এবং যখন মঞ্জুরকৃত জামিন বাতিল করার আবেদন করা হয়। আদালত বলেছে:

"১৬) আপিল আদালতের ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচ্য হয় জামিন মঞ্জুরের আদেশের যথার্থতা মূল্যায়নের সময়, তা জামিন বাতিলের আবেদন মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক। জামিন মঞ্জুরের আদেশের যথার্থতা যাচাই করা হয় এই ভিত্তিতে যে, জামিন মঞ্জুরে কোনো অনুপযুক্ত বা স্বেচ্ছাচারী বিচক্ষণতার ব্যবহার হয়েছে কি না। যাচাইযোগ্য মানদণ্ড হলো—জামিন মঞ্জুরের আদেশটি বিকৃত, অবৈধ বা অযৌক্তিক কি না।"

অন্যদিকে, জামিন বাতিলের জন্য একটি আবেদন সাধারণত সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি অথবা জামিনের শর্তাবলীর লঙ্ঘন ঘটেছে কি না, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, যার জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য [নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১৪) ১৬ এসসিসি ৫০৮ : (২০১৫) ৩ এসসিসি (অপরাধ) ৫২৭] মামলায়, অভিযুক্তকে উচ্চ আদালত জামিন দিয়েছিল [মিথন যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, ২০১৪ এসসিসি অনলাইন অলাহাবাদ ১৬০৩১]। উচ্চ আদালতের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রেক্ষিতে, এই আদালতের দুই-বিচারপতির বেঞ্চ জামিন প্রদানের নীতিমালা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করে। বিচারপতি দীপক মিশ্র (তৎকালীন প্রধান বিচারপতি) উল্লেখ করেন: (নীরু যাদব মামলায় [নীরু যাদব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১৪) ১৬ এসসিসি ৫০৮ : (২০১৫) ৩ এসসিসি (অপরাধ) ৫২৭], এসসিসি পৃষ্ঠা ৫১৩, অনুচ্ছেদ ১২)।

১২....আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর যদি অভিযুক্ত অসদাচরণ করে অথবা এমন কোনো নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা জামিন বাতিলের উপযুক্ত কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে জামিন বাতিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ে—যা এমন একটি আদেশ থেকে আলাদা, যেখানে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে অন্যায়ভাবে, অবৈধভাবে বা বিকৃতভাবে। যদি কোনো মামলায়, জামিনের আবেদন বিবেচনার সময় যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা উচিত ছিল তা উপেক্ষা করা হয়, অথবা জামিন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুর করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে উচ্চতর আদালত সেই জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে পারে। এই ধরনের মামলা একটি ভিন্ন শ্রেণিতে পড়ে এবং একটি স্বতন্ত্র পরিসরে অবস্থিত। এই দ্বিতীয় ধরনের মামলার বিবেচনায় আদালত অভিযুক্তের শর্ত লঙ্ঘনের বিষয় বা পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া নতুন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে না। বরং, আদালত বিচার করে আদেশটি ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না এবং সেটি যথার্থ ও যুক্তিসম্মত ছিল কি না।

১৭) যখন কোনো আদালত জামিনের আবেদন বিবেচনার সময় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়, তখন আপিল আদালত যথাযথভাবে জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে পারে। তাই, একটি আপিল আদালতের কর্তব্য হলো এই বিষয়টি বিবেচনা করা যে, জামিন মঞ্জুরের আদেশটি মনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ভুগছে কি না অথবা সেটি প্রাথমিকভাবে উপস্থাপিত প্রমাণের আলোকে টেকসই কি না। সেই অর্থে, এই আদালতের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে, প্রমাণাদি বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করা যে, অভিযুক্ত অপরাধটি করেছে এমন একটি প্রাথমিক বা যৌক্তিক ভিত্তি ছিল কি না, এবং সেইসঙ্গে অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তির কঠোরতা বিবেচনায় নেওয়া।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫. **ডঃ নরেশ** কুমার মাঙ্গলা বনাম অনিতা আগরওয়াল ও অন্যান্যরা মামলায়, এই আদালতের তিন-ন্যায়পতির বেঞ্চ অভিযুক্তকে মঞ্জুর করা পূর্ব জামিন বাতিল করেন, যেহেতু অভিযুক্তের স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল। আদালত পূর্ব জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে এবং উল্লেখ করেনঃ

"১৯) সাম্প্রতিক একটি সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত সুশীলা অগ্রবাল বনাম রাষ্ট্র (এনসিটি, দিল্লি) [(২০২০) ৫ এসসিসি ১]-এ পূর্ব জামিন মঞ্জুরের আবেদনের ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনার জন্য যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো ইঙ্গিত দেয়ঃ

"...৯২.৩) (পূর্ব জামিন মঞ্জুরের) একটি আবেদন বিবেচনার সময় আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি, ব্যক্তির ভূমিকা, তদন্তের গতিপ্রবাহকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা, প্রমাণের সঙ্গে হস্তক্ষেপ বা সাক্ষীদের ভয় দেখানোর সম্ভাবনা, বিচার প্রক্রিয়া থেকে পলায়নের সম্ভাবনা (যেমন দেশত্যাগ করা), ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

৯২.৪) আদালতসমূহকে সাধারণভাবে বিবেচনা করা উচিত অপরাধের প্রকৃতি ও গম্ভীরতা, আবেদনকারীর ভূমিকাবলী এবং মামলার প্রকৃত তথ্যাবলী—যখন পূর্ব জামিন মঞ্জুর করা হবে কি না তা নির্ধারণ করা হয়। জামিন মঞ্জুর করা বা না করা একটি বিবেচনাভিত্তিক বিষয়; তদ্রূপভাবে, বিশেষ শর্ত আরোপ করা হবে কি না এবং তা কেমন হবে, সেটিও মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী এবং আদালতের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে।"

২০) সাংবিধানিক বেঞ্চ পুনরায় উল্লেখ করেছে যে, জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতা আপিল বা উচ্চতর আদালতের দ্বারা মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত এবং সেটি বাতিল করা যেতে পারে যদি জামিন মঞ্জুরকারী আদালত প্রাসঙ্গিক বিষয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা না করে থাকে..."

২২) এখানে পূর্ব জামিন এবং নিয়মিত জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা সমীচীন। পোকার রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য [(১৯৮৫) ২ এসসিসি ৫৯৭] মামলায়, পূর্ব জামিন মঞ্জুরের আদেশ বাতিল করতে গিয়ে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেনঃ

"...বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি বলেন যে, পূর্ব জামিনের বিষয়ে, যদি অভিযোগটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয় বরং কোনো গোপন উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত হয়—যেমন আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করে তাকে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হয়ে থাকে—তাহলে সাধারণত আদালত আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার হলে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, 'এটি একটি অনড় নিয়ম হিসাবে বলা যায় না যে, কেবলমাত্র প্রস্তাবিত অভিযোগ যদি কু-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়, তাহলেই পূর্ব জামিন দেওয়া যাবে না; অথবা শুধুমাত্র এই কারণে যে আবেদনকারী পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলেই পূর্ব জামিন মঞ্জুর করতে হবে। সেখানে উল্লেখিত বিচার বিবেচনার মধ্যে কিছু হলো—'প্রস্তাবিত অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপট যা অভিযোগ আনয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আবেদনকারীর বিচারকালীন উপস্থিতি নিশ্চিত না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা, সাক্ষীদের প্রভাবিত করার যৌক্তিক আশঙ্কা এবং 'জনস্বার্থ বা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ'—এই বিষয়গুলো আদালতের মনে রাখতে হয় পূর্ব জামিনের আবেদন নির্ধারণের সময়।'

এছাড়াও সতর্ক করে বলা হয়েছিল যে, 'আবেদনকারী পালিয়ে যেতে পারেন কি না তা মূল্যায়নের সময় এমন কোনো ধারণা গ্রহণযোগ্য নয় যে, ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা বিচারপ্রক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন এবং দরিদ্র ও নম্র ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার থেকে পালিয়ে যাবেন—ঠিক যেমন, এমন কোনো ধারণা গ্রহণযোগ্য নয় যে, ধনী অপরাধ করবে না এবং দরিদ্র অপরাধ করতে বেশি আগ্রহী।'"

২৬) এখন আমরা উপরোক্ত নীতিগুলি বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করব। উভয় পক্ষই মৃত বিকাশ সিং এবং উজিয়ার সিং-এর পরিবারগুলোর মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতার বিষয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেছে। তবে আমাদের এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া প্রয়োজন নেই যে, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছিলেন মৃত বিকাশ সিং না উজিয়ার সিং; বরং, এটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকেই শত্রুতা বিদ্যমান ছিল—যেই হোক না কেন উস্কানিদাতা।

২৭) বর্তমান ঘটনার প্রসঙ্গে, আপিলকারীর মামলাটি সমর্থিত হয়েছে এফআইআর, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে তার বয়ান এবং অন্যান্য দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর ১৬৪ ধারার অধীনে দেওয়া বয়ানের মাধ্যমে। অন্যদিকে, যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং উজিয়ার সিং-এর দ্বারা দায়েরকৃত পাল্টা এফআইআরের উপর নির্ভর করছেন, যার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং উজিয়ার সিং আত্মরক্ষার্থে মৃত বিকাশ সিং-কে গুলি করেন। ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি এবং ১০ মার্চ তারিখের জেএমএফসি-র আদেশগুলো আপিলকারীর পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এফআইআরের বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছে। তদন্ত কর্মকর্তার ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বরের প্রথম প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে, উজিয়ার সিং এবং চন্দ্রভান সিং-এর বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য মামলা ছিল। ২০২১ সালের ৮ মার্চের পরিপূরক চার্জশিট নির্দেশ করে যে, তদন্তের সময় আরও তথ্য বেরিয়ে এসেছে, যা উজিয়ার সিং-এর পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এফআইআরে উল্লিখিত ঘটনাবলীর বিপরীত। সুতরাং, শুধুমাত্র পাল্টা এফআইআরের উপর নির্ভর করে আপিলকারীর উপস্থাপিত মামলাটি উপেক্ষা করা যেত না।

২৮. হাইকোর্ট ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীনে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত দেয় যে, যোগেন্দ্র সিং এবং সূর্যভান সিং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তবে, হাই কোর্ট তদন্ত প্রক্রিয়ায় যে সুস্পষ্ট ঘাটতিগুলো ছিল, তা বিবেচনা করেনি, যেগুলো ২০২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির জেএমএফসি-র আদেশ এবং ২০২১ সালের ২৪ মার্চের বিচারিক আদালতের আদেশে তুলে ধরা হয়েছে। এই ঘাটতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, যথা: (i) প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান উপেক্ষা করা; (ii) ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পরের সময়ের সিসিটিভি ফুটেজের উপর নির্ভর করা এবং আগের বা সমসাময়িক ফুটেজ উপেক্ষা করা; (iii) জবলপুর ও ঘটনাস্থলের মধ্যবর্তী এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ না করা; (iv) কল ডিটেইল নথিভুক্ত (সিডিআর)-এর উপর নির্ভর করা, কিন্তু যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং উক্ত নম্বর ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা যাচাই না করা; (v) কোনো আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ না করা। ২০২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির আদেশে জেএমএফসি এই তদন্তজনিত ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করেন এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে পরিপূরক চার্জশিট দাখিলের পর, ২০২১ সালের ১০ মার্চ তারিখে জেএমএফসি উল্লেখ করেন যে উক্ত চার্জশিট কেবল উজিয়ার সিং ও চন্দ্রভান সিং-এর বিরুদ্ধে, এবং যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং-এর ভূমিকাকে স্পর্শ করে না। তদন্তে থাকা এই সুস্পষ্ট ঘাটতিগুলো বিচারিক আদালতের ২০২১ সালের ২৪ মার্চের আদেশে ভুলের দিক নির্দেশ করে, যেখানে যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং-এর পূর্ব জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়। তবে, একক বিচারপতি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেছেন।

২৯) অবশেষে, সূর্যভান সিং-এর পক্ষ থেকে এই যুক্তিও তুলে ধরা হয়েছে যে, আপিলকারীর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে দেওয়া বয়ানে বলা হয়েছে যে সূর্যভান সিং তাকে গুলিও করেন, কিন্তু এফআইআর এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে তার বয়ানে শুধু উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করেছিলেন। বিচার এখনো শুরু হয়নি, যেখানে রাস্ত্রপক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণগুলি মূল্যায়িত হবে এবং ১৬৪ ধারার অধীনে আপিলকারীর দাবির সত্যতা সেখানে নির্ধারিত হবে। তবে, বর্তমান পর্যায়ে, এফআইআর এবং ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে আপিলকারীর উভয় বয়ানেই এ বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে যে সূর্যভান সিং তাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করেছিলেন। আপিলকারীর জখমের প্রকৃতি সম্পর্কেও যুক্তি তোলা হয়েছে, তবে এটি বিচার চলাকালে প্রমাণ উপস্থাপনের পর নির্ধারিত হবে।

৩০) আদালতের নির্ধারণ করতে হবে যে, এই পর্যায়ে বিদ্যমান উপকরণের ভিত্তিতে হাইকোর্ট পূর্ব জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা প্রয়োগ করেছে কি না। অপরাধটি একটি গুরুতর প্রকৃতির, যেখানে বিকাশ সিংকে হত্যা করা হয়েছে। এফআইআর এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে বয়ানসমূহে যোগেন্দ্র সিং এবং সূর্যভান সিং-এর অপরাধে নির্দিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। পূর্ব জামিন মঞ্জুরের আদেশে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, যেমন অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং-এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ উপেক্ষা করা হয়েছে। অতএব, হাইকোর্ট কর্তৃক দেওয়া পূর্ব জামিনের আদেশ বাতিল করার জন্য একটি যথাযথ কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঙ. উপসংহার

৩১) অতএব, আপিলসমূহ গ্রহণ করা হলো। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের একক বিচারপতির ২০২১ সালের ১ জুলাই ও ৩১ মে তারিখের বিতর্কিত রায়সমূহ, যেগুলিতে যোগেন্দ্র সিং ও সূর্যভান সিং—যারা এই আপিলসমূহে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ—এর পূর্ব জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেগুলি বাতিল করা হলো।

৩২) মুলতুবি আবেদনগুলি, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

দেবিকা গুজরাল **আপিল অনুমদিত**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal